ফরেনসিক মেডিসিন শিক্ষকের ৫৩ শতাংশ পদই শূন্য

দুলাল হোসেন

৮ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৮ জুলাই ২০১৯ ০০:৫৪

দেশের সরকারি ৩৬টি মেডিক্যাল কলেজের ১১টিতে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগই নেই। বাকি ২৫টিতে ১৩৫ জন শিক্ষকের জায়গায় আছেন মাত্র ৬৩ জন। অর্থাৎ ফরেনসিক মেডিসিন শিক্ষকের পদের ৫৩ শতাংশই শূন্য। শিক্ষকের অভাবে কলেজগুলোয় ময়নাতদন্ত ও শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়ে পড়তে শিক্ষার্থীদেরও আগ্রহ কম।

অনেক মেডিক্যাল কলেজে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের বেশিরভাগ পদ শূন্য রয়েছে। সিনিয়র শিক্ষক না থাকায় মেডিক্যাল শিক্ষা ও পোস্টমর্টেম চলছে লেকচারার দিয়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক ময়নাতদন্ত না হওয়ায় আদালতে ভুল রিপোর্ট যাচ্ছে। ফলে অপরাধীরা শাস্তি না পেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেশের বৃহত্তম সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। প্রতিষ্ঠানটিতে একটি অধ্যাপক, দুটি সহযোগী অধ্যাপক, একটি সহকারী অধ্যাপক এবং ৫টি লেকচারার পদ রয়েছে। এর মধ্যে একজন সহযোগী অধ্যাপক ও তিন জন লেকচারার রয়েছেন। বাকি ৫টি পদ শূন্য দীর্ঘদিন ধরে।

ঢামেকের একজন শিক্ষক বলেন, এখানে প্রতিদিন ১০-১২টি ময়নাতদন্ত করা হয়। পুরান ঢাকার নিমতলী ও চকবাজারের ভয়াবহ অগ্নিকা-ের ঘটনায় নিহতদের লাশের ময়নাতদন্তও করতে হয়েছে এই

ৎ

কয়েকজন শিক্ষককে। দেশের সবচেয়ে পুরনো মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের যদি এই দুরবস্থা হয়, বাকিগুলোর অবস্থা কী হতে পারে বোঝাই যায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডা. আবু ইউসুফ ফকির বলেন, শুধু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজই নয়, সারাদেশের মেডিক্যাল কলেজে ফরেনসিক মেডিসিনের শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। এই সাবজেক্টে চিকিৎসকদের পড়াশোনার আগ্রহ একেবারেই কম।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএম) মহাসচিব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরী দুলাল বলেন, মেডিক্যাল কলেজগুলোয় এমনিতেই শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষক সংকট ফরেনসিক মেডিসিন ও বেসিক সায়েন্সে। এসব পদ পূরণে ৩-৪ বছর ধরে আমরা দফায় দফায় বৈঠক করছি, মূল্যায়ন হচ্ছে। কিন্তু এই সংক্রান্ত কোনো কর্মসূচি, আইন বা আদেশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বের হচ্ছে না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য।

ডা. এহতেশাম বলেন, আমরা ২-৩টি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। যারা বেসরকারি মেডিক্যাল থেকে পাস করেছেন, তাদের পিএসসির মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ দিয়ে ফরেনসিক মেডিসিনে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। যারা বর্তমানে চাকরিতে আছেন তাদের বয়স হলেও অবসরে না পাঠিয়ে চুক্তিভিত্তিক কর্মস্থলে রেখে দেওয়া। এটি করা হলে ৭০ শতাংশ সমস্যার সমাধান হবে। বাকিটা ৩০ শতাংশ পর্যায়ক্রমে পূরণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিভিন্ন দেশে ফরেনসিক মেডিসিনের চিকিৎসকদের প্রণোদনা দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও এটি দরকার।

advertisement

ফরেনসিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল ইসলাম বলেন, ফরেনসিক মেডিসিনকে লিগ্যাল মেডিসিন বলা হয়। ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে ময়নাতদন্ত করা। এ ছাড়া যৌন নির্যাতন, বয়স নির্ধারণ, সাক্ষীর মানসিক ফিটনেস সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রদান ও মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের পাঠদানও করতে হয়। তিনি বলেন, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ভুল হওয়ার কারণ প্রশিক্ষণের ঘাটতি। শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ঘাটতি থাকছে। তা ছাড়া ফরেনসিক মেডিসিন চিকিৎসকদের দেশের বাইরে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগও রাখা হয়নি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বলেন, সব মেডিক্যাল কলেজে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের জন্য শিক্ষক পদ তৈরি হয়নি। গত বছর যে ৫টি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে, সেগুলোয় ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ নেই। এসব কলেজের শিক্ষার্থীরা এখন প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা করছে। ফরেনসিক মেডিসিন পাঠদান শুরু হয় তৃতীয় বর্ষ থেকে। এর আগেই ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ চালু করার প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরও বলেন, অন্যান্য কলেজে ফরেনসিক মেডিসিন শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে পড়তে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কম বলেও জানান তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ১০টি মেডিক্যাল কলেজে একটি করে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক এবং ৩টি লেকচারার পদ (মোট ৬টি) রয়েছে। এর মধ্যে কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজে রয়েছেন মাত্র দুজন লেকচারার। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে একজন সহকারী অধ্যাপক ও ৩ জন লেকচারার, কুমিল্লা মেডিক্যালে একজন করে সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার, যশোর মেডিক্যালে দুজন লেকচারার, খুলনা মেডিক্যালে দুজন লেকচারার, আব্দুর রহিম মেডিক্যালে একজন সহকারী অধ্যাপক ও দুজন লেকচারার, রংপুর মেডিক্যালে ৩ জন লেকচারার, শহীদ তাজউদ্দীন মেডিক্যালে একজন করে অধ্যাপক ও লেকচারার, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যালে ৩ জন লেকচারার এবং শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যালে কর্মরত রয়েছেন মাত্র একজন।

তিনটি মেডিক্যাল কলেজে একটি করে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক এবং ৪টি লেকচারার পদ (মোট ৭টি) রয়েছে। এর মধ্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে একজন সহকারী অধ্যাপক ও ৪ জন লেকচারার এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল ও ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজে ৩ জন করে লেকচারার রয়েছেন।

শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজে একটি করে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক, দুটি সহকারী অধ্যাপক ও ৩টি লেকচারের (মোট ৭টি) পদ রয়েছে। সেখানে একজন করে সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার কর্মরত। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে একটি করে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, ৩টি লেকচারার ও একটি মেডিক্যাল অফিসার পদ (মোট ৭টি) রয়েছে। বিপরীতে রয়েছেন ৩ জন লেকচারার এবং একজন মেডিক্যাল অফিসার।

সাতক্ষীরা মেডিক্যাল কলেজে একটি করে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক এবং দুটি লেকচারার পদ রয়েছে। কর্মরত আছেন একজন করে সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার। শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজে দুটি সহকারী অধ্যাপক ও ৩টি লেকচারার পদের বিপরীতে একটি পদে শিক্ষক রয়েছেন। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে একটি অধ্যাপক এবং ৩টি লেকচারার পদের বিপরীতে ৩ জন লেকচারার রয়েছেন।

শহীদ এম মনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজ এবং পাবনা মেডিক্যাল কলেজে একটি করে সহকারী অধ্যাপক ও দুটি করে লেকচারার পদ রয়েছে। দুটি কলেজেই একজন করে লেকচারার রয়েছেন। নওগাঁ মেডিক্যাল কলেজে একটি সিনিয়র কনসালট্যান্ট এবং রাজবাড়ী মেডিক্যাল কলেজে একটি লেকচারার পদ থাকলেও দুটিই শূন্য রয়েছে।